

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ আমাদের নতুন প্রজন্ম

-আদনান সৈয়দ

আমরা বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের শরিরের প্রতিটি শিরায় উপশিরায় প্রবাহিত। আমরা জামাত বুঝি না, বিএনপি বুঝি না, শাইখুল হাদিস বুঝি না আর এখন আওয়ামী লীগও চিনি না আমরা শুধু একটা শব্দই বুঝি আর তাহল বাংলাদেশ। যে প্রত্যয় এবং আদর্শকে সামনে রেখে আমাদের একটি মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল সেই আদর্শিক চেতনার উপর আমরা নতুন প্রজন্মেরা বিশ্বাস রাখতে চাই। আমরা বুঝে ফেলেছি বাংলাদেশের বর্তমান রাজনীতি শুধুমাত্র ভোটের রাজনীতি, ক্ষমতায় যাওয়ার নোংরা রাজনীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই নোংরা রাজনীতিতে আমরা বিশ্বাস করতে চাইনা। যারা আদর্শের কথা বলে বেড়ায়, প্রগতিশীলতার ধূয়া তুলে রাতের অন্ধকারে আবার তারাই আদর্শের গলা টিপে ক্ষমতায় যাওয়ার অংক কষে আমরা সেই সুবিধাবাদী রাজনীতিককে ঘৃণা করি। আমরা মনে করি বাংলাদেশকে নিয়ে নাটক করার অধিকার কারো নেই, কোন দলের নেই। এই সোনার দেশটাকে পেতে আমাদের অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। ত্রিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে আমাদের এই বাংলাদেশ, দু'লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে আমার এই প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। মাত্র পয়ত্রিশ বছরে ব্যবধানে আমরা আমাদের এই মহান ত্যাগের কথা ভুলতে পারি না।

হায়রে আমার বাংলাদেশ! স্বাধীনতার পয়ত্রিশ বছর পার হয়ে গেল অথচ এখনও তোর চোখ থেকে বেদনার অশ্রু ঝড়ছে! মা, দেখতে পাচ্ছি এখনও তোর গায়ে মলিন কাপড়, একি হাড়িসার তোর চেহারা! এখনও শকুনেরা নিত্য তোকে ধমক দেয়, তোকে ভয় দেখায়। জানি, অনেক অভিমান তোর আমাদের দিকে। আমরা তোর সুবিধাবাদী সন্তানেরা তোকে দুঃখ ছাড়া আর কিছুই দিতে পারিনি। ভাবতেই অবাক লাগে আজ তোর বুকের উপর দিয়েই দাপটের সাথে হেটে বেড়ায় সেই সব জামাত-রাজাকাররা যারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মত পবিত্র যুদ্ধেও বর্বর পাকিস্তানিদের সহযোগিতা করেছিল। যাদের আজ বাংলার সীমানার বাইরে থাকার কথা ছিল সেই রাজাকাররাই এখন আমাদের দেশের মন্ত্রী, তাদের গাড়িতে নির্লজ্জভাবে আমাদের লাল সবুজের পতাকা উড়ছে। জানি মা, এরচেয়ে লজ্জার,

বেদনার, আর কোন ঘটনা হতে পারে না। তোর হয়ত এখন আর এসব নোংরামো সহ্য করার মত গায়ে কোন শক্তি অবশিষ্ট নেই। কিন্তু মা তোর নতুন প্রজন্মদের দিকে একবার চোখ তুলে তাকা। দেখ, এরা কোন সুবিধাবাদী রাজনীতি করে না, এরা আদর্শ বিসর্জন দিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য অন্তত: তোকে বিক্রির করার সাহস দেখায় না। তুই আমাদের উপর বিশ্বাস রাখ। অন্তত: আর একবারের মত আমাদের সুযোগ দে।

যে দেশে একটি মহান মুক্তিযুদ্ধ হতে পারে, যে দেশে ভাষার অধিকার রক্ষায় হাজার হাজার তরুন রক্ত দিয়ে দিতে পারে, যে দেশে নূর হোসেনেরা জীবনের বিনিময়ে গনতন্ত্রকে রক্ষা করে সেই দেশ বাংলাদেশ কে নিয়ে আমরা অবশ্যই গর্বিত এবং আশাবাদী। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ফসল সে দেশে উঠতে বাধ্য। এবারের শান্তিতে ড. ইউনুস এবং তাঁর গ্রামীণ ব্যাংকের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তীর মত এই বিরল সম্মান ইতিমধ্যেই আমাদের ঘরে উঠে আসতে পেরেছে। তাই বলি, বাংলাদেশ কে নিয়ে ষড়যন্ত্র করে কেউ কোন দিন পার পায় নি। অন্তত: ইতিহাস আমাদের সে কথাই বলে দেয়। আমরা বিশ্বাস করি এই বাংলাদেশ হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধসহ সব ধর্মের মানুষের দেশ। যারা বাংলাদেশ কে আরেকটি তালেবানের রাষ্ট্র করার ষরযন্ত্রে মত্ত এবং যারা তাদের কে সমর্থন করে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য রাজনীতিকে সুবিধামত ব্যবহার করছেন, আমরা নতুন প্রজন্মরা তাদের এই কার্যকলাপকে চোখ বুজে ঘৃণা করি। বাংলাদেশের এই নতুন প্রজন্মরাই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে সবুজ সুন্দর এক ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ গড়বে এ কথা আমরা আজ জোর গলায় বলতে চাই।
(আদনান সৈয়দ, সাধারণ সম্পাদক, প্রথম আলো বন্ধুসভা, নিউইয়র্ক।

adnansyed3@aol.com)